**বিআইব্লিউটিএ সংগৃহীত ২টি উদ্ধারকারী জলযান-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

২৮ মে ২০১৩, বুধবার, মাওয়া, মুন্সীগঞ্জ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অনুষ্ঠানের সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

উপস্থিত সুধিমন্ডলী,

**আসসালামু আলাইকুম।**

বিআইব্লিউটিএ'র জন্য কেনা ২টি উদ্ধারকারী জলযান-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। এ সুযোগটি কাজে লাগানোর লক্ষ্যেবর্তমান সরকার নৌ- যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। নৌ-পথের রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে।

নৌ-দুর্ঘটনা মোকাবেলায় আমাদের ৬০ মেট্রিক টন ক্ষমতাসম্পন্ন দু'টি পুরনো উদ্ধারকারী জাহাজ ছিল। আমাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্নত প্রযুক্তি সমৃদ্ধ ২৫০ মেট্রিক টন ক্ষমতাসম্পন্ন দু'টি উদ্ধারকারী জাহাজ, ‘‘বিআইব্লিউটিএ-নির্ভিক'' ও ‘‘বিআইব্লিউটিএ-প্রত্যয়'' দক্ষিণ কোরিয়া থেকে সংগ্রহ করেছি। আজ আরও দু'টি টাগ জাহাজ উদ্বোধন করা হচ্ছে। আমি আশা করি, এই উদ্ধারকারী জাহাজগুলো দেশের নৌ-পথকে অধিকতর নিরাপদ রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

**সুধিমন্ডলী,**

বিএনপি-জামাত জোটের সময় অন্যান্য সেক্টরের ন্যায় দেশের নৌ-পরিবহন সেক্টরেও অনিয়ম, বিশৃঙ্খলা ও দুর্নীতিতে নিমজ্জ্বিত ছিল। পরবর্তী দুই বছরেও এ সেক্টরে কোনো উন্নয়ন হয়নি।

জনগণের বিপুল ম্যান্ডেট নিয়ে ২০০৯ সালে সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের পর আমরা এ খাতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনি। এর উন্নয়নকে বিশেষ গুরুত্ব দেই। দেশের নৌ-পথের নাব্যতা পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণের লক্ষ্যে ৫৩টি নৌ-পথ খননের জন্য প্রায় ১২ হাজার কোটি টাকার একটি মেগা প্রকল্প হাতে নেই। এর আওতায় ২৪টি নৌ-পথ খনন কাজ চলছে। এর ফলে ৭ হাজার কিলোমিটার নৌ-পথ পুনরুদ্ধার হবে। অবশিষ্ট ২৯টি নৌ-পথ খননেরও উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এগুলো থেকে আরও ৩ হাজার ৪৭ কিলোমিটার নৌ-পথ পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হবে।

এ ছাড়া আরও ১২টি গুরুত্বপূর্ণ নৌ-পথ খনন শুরু হয়েছে। এটি শেষ হলে আমরা ৯৫৩ কিলোমিটার নৌ-পথ পুনরুদ্ধার হবে। পুরনো নৌ-পথের পাশাপাশি আমরা নতুন নৌ-পথ চালুর জন্যও উদ্যোগ নিয়েছি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সদ্য স্বাধীন দেশে নৌপথের নাব্যতা রক্ষা করার জন্য বিআইব্লিউটিএ-র বহরে প্রথম ড্রেজার সংযোজন করেন। এর দীর্ঘ ৩৬ বছর পর ২০১২ সালে এই আওয়ামী লীগ সরকারই আবার একসাথে তিনটি বড় ড্রেজার সংগ্রহ করে নদী খনন ও নৌ-পথের নাব্যতা রক্ষায় বিআইডব্লিউটিএ-এর সক্ষমতা বৃদ্ধি করে। আরও ১১টি ড্রেজার সংগ্রহের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

**সুধিবৃন্দ,**

 কন্টেইনার পরিবহন সুবিধা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে আমরা বুড়িগঙ্গার পাড়ে পানগাঁও অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার নৌ-টার্মিনাল নির্মাণ করেছি। আশুগঞ্জে ১৩ হেক্টর জায়গার ওপর আরেকটি অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণ করা হচ্ছে। পাটুরিয়া-বাঘাবাড়ী নৌ-রুটে খাদ্যশস্য, সার ও তেলবাহী জাহাজ ২৪ ঘণ্টা চলাচলের জন্য ৫২ কিলোমিটার নৌ-পথে নাইট নেভিগেশন চালু করা হয়েছে।

আমরা দেশে প্রশিক্ষিত ও দক্ষ নৌ-যান শ্রমিক গড়ে তোলার কাজ হাতে নিয়েছি। এ লক্ষ্যে আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। বরিশাল বিআইব্লিউটিএ'র নৌ-কারখানা এলাকায় ডেক ও ইঞ্জিন কর্মী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু হয়েছে। ইতোমধ্যে এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হতে ২০০ জন নৌ-যান কর্মী ইন-সার্ভিস প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। এখানে শিক্ষানবিশ ক্যাডেটদের এক বছর মেয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স চলছে। আমরা মাদারীপুরের চরমুগুরিয়ায় একটি শিপ পার্সোনেল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেছি।

বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, তুরাগ ও বালু নদী দখল ও দূষণমুক্ত করতে আমরা কার্যকর পদক্ষেপ নিয়েছি। অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের ব্যবস্থা নিয়েছি। বৃহত্তর ঢাকার চারপাশের নদীতীরে সীমানা পিলার স্থাপন করা হয়েছে। নদীতীরে ‘‘ওয়াকওয়ে'' নির্মাণ করা হচ্ছে। যাতে নদীগুলো ভবিষ্যতেও দখলমুক্ত থাকে এবং মানুষ মুক্তবায়ুতে হাঁটা-চলা করতে পারেন।

**সুধিমন্ডলী,**

আমি নৌ-যান মালিক, শ্রমিক, সারেংসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাই। যারা প্রকৃতির নানা প্রতিকূলতা মোকাবেলা করে যাত্রী ও পণ্য পরিবহনের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন। নৌ-দুর্ঘটনা রোধে আরও তৎপর হওয়ার জন্য তাদের প্রতি আহ্বান জানাই।

নদীর অপার সৌন্দর্য কাজে লাগিয়ে দেশের পর্যটন শিল্পকে আরও বিকশিত করতে চাই। এ লক্ষ্যে আমি সরকারের পাশাপাশি দেশী-বিদেশী বিনিয়োগকারীদের এগিয়ে আসার আহবান জানাই।

সকলকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমি উদ্ধারকারী জাহাজ ‘‘বিআইব্লিউটিএ-নির্ভিক'' ও ‘‘বিআইব্লিউটিএ-প্রত্যয়''এবং দু'টি টাগ জাহাজের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।